নামাজ জান্নাতের চাবি

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.pathagar.com

নামাজ জান্নাতের চাবি

মাসুদা সুলতানা রুমী

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

নামাজ জান্নাতের চাবি

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম মাওলা
আহসান পাবলিকেশন
১৯১ বড় মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০০৮
অষ্টম প্রকাশ ঃ মার্চ,২০১২

প্রাপ্তিস্থান :
❖ মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
❖ তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
❖ প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
❖ আযাদ বুক, চট্টগ্রাম।
❖ মহানগরী প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

নির্ধারিত মূল্য : পনের টাকা মাত্র

Namaj Jannater Chabi by **Masuda Sultana Rumi** and Published by **Ahsan Publication**, 191 Baro Moghbazar (Wireless Railgate) Dhaka-1217 First Edition June, 2008, Seventh Edtion March, 2011 Price : Tk. 15.00 ($ 1.00)

A.P-56

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

নামাজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। ঈমান আনার পরই যে কাজটি প্রথম করতে হয়– তা নামাজ। রাসূল (সা) নামাজ পড়াকেই কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান কিনা তার বাস্তব পরীক্ষা এবং প্রমাণ নেওয়ার জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করা হয়েছে। তাই বে-নামাজীকে মুসলমান মনে করার কোনো অবকাশ নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন : "ইন্নাস্ সালাতা তানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকার।" নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা, গর্হিত অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে।" (সূরা আল আনকাবূত : ৪৫)

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে আমরা নামাজ আর 'ফাহ্সা-মুনকার' (পাপ-অন্যায় অশ্লীলতা) সমান্তরালে দেখি। কিন্তু কেন?

এর উত্তরে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন– 'মুসলমানগণ আসলে নামাজই পড়ে না, আর পড়লেও ঠিক সেভাবে এবং সে নিয়মে পড়ে না, যেভাবে আর যে নিয়মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) পড়তে আদেশ করেছেন।'

নামাজে যে কথাগুলো আল্লাহর কাছে বলি তা না বুঝার কারণেই মনে হয় আমাদের এই দূরবস্থা। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে সে যদি বুঝে শুনে অসংখ্যবার আল্লাহর সামনে স্বীকার করে "হে আল্লাহ! আমি কেবল তোমারই দাসত্ব করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।' নিশ্চয়ই আল্লাহর নাফরমানির পর্যায়ে পড়ে এ ধরনের কাজ করতে তার ভয় ও লজ্জা হবে। কিন্তু জানার পরে বুঝার পরেও যদি তার চরিত্র সংশোধন না হয় সেজন্য নামাজের কোনো দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে মরহুম মাওলানা মওদূদী (র) বলেন– "পানি ও সাবান কাপড়ের ময়লা দূর করে বটে, কিন্তু তাতে কয়লার ময়লা দূর না হলে সেজন্য পানি ও সাবানের কোনো দোষ দেয়া যায় না, দোষ কয়লারই হবে।'

আমার বিশ্বাস আমরা সবাই কয়লা নই। আমাদের বড় একটা অভাব নামাজে যা পড়ি তার অর্থ আমরা বুঝি না। ইদানিং শুদ্ধ করে কুরআন বিশেষ করে নামাজে যে সূরা ও দু'আগুলো পড়া হয়– তা শেখার একটা তাগিদ সবার মধ্যে লক্ষ্য করা

www.pathagar.com

যাচ্ছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় নামাজে যা পড়ি তা নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝে পড়ার অনুভূতি আমাদের মধ্যে এখনো জাগ্রত হয়নি। আর এর কারণেই আমরা নামাজে পড়ি এক রকম আর কাজ করি অন্য রকম।

বিভিন্ন মাহফিল এবং বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা করলেই আমার বোনেরা প্রায় সবাই বলেন– 'আপা এমন একখানা বই আমাদের দেন যাতে নামাজে যা পড়ি সেসব দু'আগুলোর অর্থ জানতে পারি।'

বাজারে ভালো ভালো বড় বড় বই পুস্তক পাওয়া যায়, যা আমার এই দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মা বোনদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

আমাদের এই দুর্বলতার দিকটি লক্ষ্য করেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এতে যদি কারো সামান্যতম উপহার হয়, তাতেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আমার ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ পাক যেনো ক্ষমা করে দেন আর সওয়াবটুকু পৌঁছে দেন আমার প্রিয়তম আব্বা মোঃ ফখরুল ইসলামের রূহের প্রতি এবং আমার সকল কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি হয় যেনো আমার নাজাতের অসিলা। আমীন!

মাসুদা সুলতানা রুমী

www.pathagar.com

নামাজ জান্নাতের চাবি

আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান যে নামাজ পড়ে না তা বেশ কিছুটা বুঝা যায় মাগরিবের নামাজের সময় বাইরে থাকলে।

সেদিন একজন ঘনিষ্ঠ অসুস্থ রুগীকে দেখে হাসপাতাল থেকে আসতে আসতে রাস্তাতেই আজান হয়ে গেলো। বাড়ি পৌছাতে পৌছাতে মসজিদের নামাজ প্রায় শেষ। এই সময়টুকু আমি রিকশায় ছিলাম। চারপাশের নির্বিকার জনতাকে দেখতে দেখতে আসছিলাম। আজান হচ্ছে, কারো কোনো টেনশন নেই। দোকানদার নির্বিকার চিত্তে বিক্রি করছে। খরিদ্দাররা কেনাকাটা করছে। পথচারীরা নির্ভাবনায় পথ চলছে। রিকশা, গাড়ী সমান তালে চলছে। কারো ভেতরেই কোনো বিকার নেই।

আমার রিকশা একটা মসজিদের পাশ দিয়ে যেতেই দেখলাম মাগরিবের নামাজ দাঁড়িয়ে গেছে স্বল্প কয়েকজন মুসল্লি নিয়ে। ৯৯% মুসলমান নির্বিকার চিত্তে তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে ব্যস্ত। এই যে আজান হয়ে গেলো তা যেনো কেউ শুনতেই পায়নি। না, কেউ শুনতে পায়নি বললে ভুল হবে, কারণ আজান শুনে অনেকে তাদের দোকানে আগর বাড়ি জ্বালিয়েছে। আজানের হক যেনো আদায় হয়ে গেলো।

শুধু মাগরিব নয়। এসব মুসলমানরা ফজরও ঘুমিয়েই পার করে। যোহর, আসরে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। এশার নামাজের তো প্রশ্নই আসে না। সারাদিনের ব্যস্ততায় দেহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। জুমার দিন অবশ্য অনেকেই সেজে গুজে মসজিদে আসে। অনেকে আবার মাঝে মধ্যে দু'চার ওয়াক্ত পড়েও।

এদের নাম, আবদুর রহিম, আবদুর রাজ্জাক, হাসিনা, আমেনা, হাজেরা,...। এরা নিজেদেরকে মুসলমান হলে দাবী করে। অথচ এরা জানে না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিষ্ঠার সাথে আদায় না করলে মুসলমানের খাতায় নাম থাকে না। রাসূল (সা) বলেছেন, "ঈমানদার এবং বে-ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরজ করা হয়েছে। অতএব নামাজ ত্যাগকারী তো মুসলমানের অন্তর্ভুক্তই না। হযরত ওমর (রা) বলেন, "নামাজ

www.pathagar.com

ত্যাগকারী ইসলাম প্রদত্ত কোনো সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে না।" (কবীরা গুনাহ-পৃষ্ঠা : ২৩)

নামাজে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : "সেসব নামাজির জন্য ওয়াইল (আযাবের কঠোরতা) যারা নামাজে অবহেলা করেছে।" (সূরা মাউন)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেন, "আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এই অবহেলা মানে কি?"

তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা। মহান আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেনো তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

এই আয়াতে আল্লাহর স্মরণ বলতে নামাজকেই বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (সা) বলেছেন, "হাশরের দিন প্রথমেই বান্দার আমলসমূহের মধ্যে নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যে নামাজের হিসাব সঠিকভাবে দিতে পারবে সে পরিত্রাণ পাবে, নচেৎ ব্যর্থতা অবধারিত।" (তারবানী)

রাসূল (সা) আরো বলেন, "যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিল সে আল্লাহর যিম্মাদারী থেকে বের হয়ে পড়ল।" (বুখারী, মুসলিম)

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করবে বিচার দিবসে তা তার জন্য নূর হবে এবং মুক্তির উপায় হবে। আর যে ঠিকমতো নামাজ আদায় করবে না, তার জন্য নামাজ নূর ও নাজাতের অসিলা হবে না। হাশরের দিন ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে। (আহমাদ, তাবরানী)

এক লোক রাসূল (সা)-এর নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো,"ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের কোন কাজ আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়? তিনি বললেন, সময় মতো নামাজ আদায় করা। যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করল তার কোন দীন নেই। নামাজ ইসলামের স্তম্ভ। (বায়হাকী)

রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ঠিক মতো আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি পুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

১. তার অভাব দূর করবেন;

২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন;

৩. ডান হাতে আমলনামা দেবেন;

৪. বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার করবেন; ও

৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

www.pathagar.com

আর যে ব্যক্তি নামাজে অবহেলা করবে। আল্লাহ তাকে চৌদ্দটি শাস্তি দেবেন। দুনিয়াতে পাঁচটি, মৃত্যুর সময় তিনটি, কবরে তিনটি, কবর থেকে উঠানোর সময় তিনটি।

দুনিয়াতে পাঁচটি

১. তার হায়াত থেকে বরকত কমে যাবে।

২. চেহারা থেকে নেককারের নিদর্শন লোপ পাবে।

৩. তার কোনো নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবে না।

৪. তার কোনো দু'আ কবুল হবে না।

৫. নেককারের দু'আ থেকে সে বঞ্চিত হবে।

মৃত্যুর সময় তিনটি

১. সে অপমানিত হয়ে মারা যাবে।

২. অনাহারে মারা যাবে।

৩. এমন পিপাসার্ত হয়ে মারা যাবে যে, তাকে পৃথিবীর সব সমুদ্রের পানি পান করালেও তার পিপাসা যাবে না।

কবরে তিনটি

১. কবর সংকীর্ণ হয়ে এতো জোরে চাপে দেবে যে তার পাঁজরের এক দিকের হাড় অন্যদিকে ঢুকে যাবে।

২. কবরে আগুন ভর্তি করে রাখা হবে। আগুনের জ্বলন্ত কয়লায় সে রাতদিন জ্বলতে থাকবে।

৩. তার কবরে এমন ভয়ংকর বিষধর সাপ রাখা হবে, যা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে।

পুনরুত্থানের সময় তিনটি

১. কঠোরভাবে হিসাব নেয়া হবে।

২. আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

৩. তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর বর্ণনায় আছে, বিচার দিবসে তার কপালে তিনটি কথা লেখা থাকবে–

১. হে আল্লাহর হক নষ্টকারী।

২. হে আল্লাহর অভিশপ্ত।

৩. হে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। (কবীরা গুনাহ- ইমাম আয-যাহাবী)

www.pathagar.com

নামাজে ধীর স্থিরতা ও একাগ্রতা

নিশ্চিত সফল হয়েছে সেসব মুমিন যারা তাদের নামাজে বিনয় ও একাগ্রতা অবলম্বন করে। (সূরা মুমিনুন : ১-২)

অর্থাৎ ধীর স্থির এবং বিনয় ও একাগ্রতা নিয়ে নামাজ পড়তে হবে, তাহলে সফলতা পাওয়া যাবে। আমাদের সমাজে একদল নামাজিদের নামাজের সময় খুবই তাড়াহুড়া করতে দেখা যায়। তারা রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায়। এক সিজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসে না। একটু মাথা তুলেই আবার সিজদায় যায়। সে সিজদাও এত দ্রুত যে সিজদার দু'আ পড়ল কি পড়ল না, তা সন্দেহ হয়।

রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে বলে কাওমা, এক সিজদা দিয়ে সোজা হয়ে বসার নাম জালসা। কাওমা এবং জালসা এ দু'টোই ওয়াজিব। অনেকেরই এই ওয়াজিব আদায় হয় না। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসূল (সা) সেখানে বসা ছিলেন। লোকটি নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে লোকটি রাসূল (সা)কে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, আবার নামাজ পড়, কেননা তুমি নামাজ পড়নি।" সে ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম করল। রাসূল (সা) আবার তাকে নামাজ পড়তে বললেন, এভাবে তিনবার নামাজ পড়ে লোকটি বিনীত স্বরে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, নামাজের এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আমার জানা নেই। আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা এবং তোমার সাধ্যানুযায়ী কুরআন পড়। তার পর রুকু কর এবং ধীর স্থিরভাবে কুরু করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর সিজদা কর এবং সিজদায় গিয়ে স্থির হও। এভাবে বাকি রাকআতগুলো সম্পন্ন কর। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজের রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামাজ তার জন্য যথেষ্ট নয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

"মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় চুরি হল নামাজে চুরি করা। আরয করা হল, নামাজে কিভাবে চুরি করা হয়? তিনি বললেন, "ঠিক মতো রুকু, সিজদা না করা এবং সঠিকভাবে কিরআত না পড়া।" (আহমাদ, হাকেম, তাবরানী)

"নামাজ জান্নাতের চাবি।" এই হাদিসটি পড়লেই একটা দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে

www.pathagar.com

উঠে। যারা নামাজ পড়ে না। তারা অনেকেই অনেক ভালো কাজ করে অথচ তার বিনিময়ে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। যেহেতু তারা নামাজ পড়েনি, অতএব তাদের তো চাবী নেই। অথচ তাদের জান্নাতের দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। জাহান্নামের প্রহরীরা এসে তাদের পাকড়াও করে নিয়ে যাবে। কি মর্মান্তিক হবে সেই সময়টা, তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না সেখানে। আর যারা দুনিয়ার জীবনে নামাজি ছিল, তারা নিশ্চিন্ত মনে যার যার চাবি দিয়ে তাদের নির্ধারিত জান্নাতের দরজা খুলে তাতে প্রবেশ করবে।

আমাদের সমাজে একদল মুসলমান আছে, তারা মোটেও নামাজ পড়ে না। আর একদল আছে নিয়মিত পড়ে না। এই উভয় দলের জন্যই কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন পরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'আলা। আবার নিয়মিত নামাজিদেরও অনেকের রুকু, সিজদা, কাওমা, জালসা ঠিক মতো আদায় হয় না। কিরআত সহীহ হয় না। আবার অনেকের সহীহ শুদ্ধ হলেও নামাজে যা পড়ে তার অর্থ বুঝে না। অর্থ না বুঝলে নামাজে একাগ্রতা ও বিনয় বা খুশু খুজু কি করে আসবে? আর খুশু খুজু (বিনয়ও একাগ্রতা) ছাড়া নামাজ আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"

আসুন আমরা নামাজি হই।

যেভাবে রাসূল (সা) নামাজ শিখিয়েছেন, সাহাবারা যেভাবে নামাজ আদায় করেছেন সেভাবে নামাজ পড়ি।

আসুন প্রতিদিন মহান প্রভুর সাথে প্রাণ উজাড় করে কথা বলি। নামাজই তো মুমিনের মিরাজ। নিয়মিত সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ধন্য হই।

রাসূল (সা)-এর যুগে চিহ্নিত মুনাফিকরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। কারণ মুসলমান হিসেবে পরিয়ে দিতে গেলে নামাজ যে পড়তেই হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের চেহারা ভিন্ন। নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, মুসলমানের মতো নাম রাখে অথচ নামাজ পড়ে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, "নামাজ অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা তাদের না দেখা রবকে ভয় করে।" (সূরা বাকারা)

অর্থাৎ যারা নামাজ পড়ে না তারা তাদের না দেখা রবকে ভয় করে না, মানে বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বাস করে না মানেই তো তাদের ঈমান নেই। তারা বে-ঈমান।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে অনেকে আবার আস্ফালন করে বলে 'নামাজ না পড়লে কি হবে, ঈমান ঠিক আছে?"

এর চেয়ে হাস্যকর কৌতুক আর হয় না।

রাসূল (সা) স্পষ্ট বলেছেন, "মুমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো– নামাজ।" অর্থাৎ বে-নামাজি কোনো অবস্থাতেই ঈমানের দাবী করতে পারে না। অথচ আমাদের চার পার্শ্বের এসব বে-নামাজিরা আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন। এদের পার্থিব বিপদ মুসিবতে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই। সাহায্য সহযোগিতা করি। বে-নামাজি হওয়ার কারণে এরা যে কঠিন বিপদে নিক্ষিপ্ত হবে, সে বিষয়টা এদের বুঝানো আমাদের দায়িত্ব। বুঝানোর পরেও না বুঝলে তো আর আমাদের করার কিছু নেই, দু'আ করা ছাড়া।

মহান আল্লাহ তার এসব বান্দাদের নামাজ পড়ার তাওফীক দান করুন। ইবলিসের সকল প্রকার ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমাদের নামাজসমূহ কবুল করে নিন। আমিন।

www.pathagar.com

'নামাজে কি পড়ি'

রাসূল (সা) বিসমিল্লাহ বলে অযু শুরু করতেন এবং অযু শেষ নিম্নরূপ দু'আ পড়তেন।

'আশ্‌হাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু– আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্বাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহিরীন।'

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে– অযুর পর তিনি নিম্নরূপ দু'আও পড়তেন। 'সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতুবু ইলাইকা।'

অর্থ : 'সমস্ত ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত তুমি, তোমার প্রশংসা স্বীকার করে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'

রাসূল (সা) নামাজ শুরু করার সময় আল্লাহু আকবার (তাকবীর তাহরীমা) বলতেন, বলার সময় দুই হাত ওঠাতেন। তারপর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রেখে বুক বা নাভীর উপর স্থাপন করতেন। তারপর নিম্নের দু'আ পড়তেন।

ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন– ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওমা মামাতি লিল্লাহী রব্বিল 'আলামিন।'

অর্থ : আমি একনিষ্ঠভাবে মহাবিশ্বের ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে আমার মুখ ফিরালাম। তাঁর সাথে যারা শিরক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। অবশ্যই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু- প্রতিপালক।'

অতঃপর নিম্নোক্ত ছানা পড়তেন–

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারা কাসমুকা ওয়াতা'য়ালা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুক।'

অর্থ- হে আল্লাহ! সমস্ত দোষ-ত্রুটি, অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র তুমি। আমি তোমারই প্রশংসা করি। মোবারক তোমার নাম। সর্বোচ্চ তোমার শান, আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

www.pathagar.com

ছানার পর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রজীম' পড়তেন। অর্থ– বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই।'

অতঃপর বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীমসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ে রুকুতে যেতেন। রুকুর এই তাসবীহ উচ্চারণ করতেন–

'সুবহানা রব্বিইয়াল 'আজীম।'

অর্থ : আমার মহান প্রভু সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত, পবিত্র ও মহীয়ান।'

কখনো এর সাথে এই তাসবীহও যোগ করতেন–

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাদীকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি।'

অর্থ : সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার হে আমাদের প্রভু। ওগো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

তিনি রুকুতে এতোটা সময় থাকতেন যে উপরোক্ত তাসবীহ প্রায় দশবার পড়া যায়।

তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল নামাজে তিনি রুকুতে গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ এবং তাসবীহ পড়তেন।

'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতিহী ওয়াররূহ'। অর্থ : সকল দুর্বলতা, ত্রুটি ও অক্ষমতামুক্ত অতিশয় পাক-পবিত্র তুমি সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রভু।'

রুকুতে তিনি কখনো এই দু'আও পড়তেন–

'আল্লাহুম্মা লাকা রকা'তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়ালাকা আস্‌লামতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু আনতা রব্বি– খশায়ালাকা সামায়ি ওয়া বাসারি ওয়া মুখখি ওয়া 'আজামিয়া ওয়া আ'সাবি ওয়া মাসতাক্বাল্লাত বিহী ক্বাদাসি লিল্লাহী রব্বিল 'আলামিন।'

অর্থ : 'হে আমার প্রভু, আমি তোমার জন্য মাথা নত করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি এবং তোমারই উপর ভরসা করেছি। তুমিই আমার মনিব। আমার কান, চোখ, মগয, হাড়, শিরা-উপশিরা সবই তোমার প্রতি বিনয়ানত হয়েছে। আমার পা যতোবার উপরে উঠে আর যতোবার নিচে নামে, তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টির জন্যে উঠে নামে।'

অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। নিম্নোক্ত তাসরীহ পড়তেন–

'সামিয়া'ল্লাহু লিমান হামিদাহ।'

www.pathagar.com

অর্থ : 'আল্লাহ শুনছেন তাঁর বান্দা কার প্রশংসা করছে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন–

আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'।

অর্থ- 'সমস্ত প্রশংসাই মহান রবের জন্য।'

রিফায়া ইবনে রাফে যুরাকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদিন আমরা নবী (সা) -এর পেছনে নামাজ আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল 'রাব্বানা লাকাল হামদ, হামদান, কাসিরান, তৈয়িরান, মুবারাকান ফিহে।'

নামাজ শেষ করে নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিলো? লোকটি বলল– আমি বলেছি। তখন নবী করীম (সা) বললেন– আমি দেখলাম কথাগুলো বলার সাথে সাথে ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। (সহীহ আল-বুখারী)

রুকুর পরে তিনি রুকুর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর ধীরে সুস্থে সিজদার যেতেন। সহীহ সূত্রে জানা যায় সিজদায় তিনি বিভিন্ন রকম তাসবীহ ও দু'আ পড়তেন।

১। সুবহানা রব্বিইয়াল 'আলা'। অর্থ– আমার প্রভু পবিত্র ও ত্রুটি মুক্ত।

কখনো বলতেন– 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী। কখনও বলতেন সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতিহি ওয়াররূহ।

কখনো বলতেন– আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জামবি দিক্কাহ ওয়া জিলাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু আলা মিয়া'তাহু ওয়াল্লা সিররাহু।'

অর্থ : হে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও আমার সমস্ত গুনাহ। সামনের ও পেছনের, প্রথম ও শেষের, প্রকাশ্য ও গোপনের।' (মুসলিম)

তিনি বলেছেন– 'সিজদায় বান্দা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়। তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করো।

অতঃপর আল্লাহ আকবর বলে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক করে এই দু'আ পড়তেন। 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়ার যুকনি ওয়াহদ্বিনী ওয়াফিনী ওয়াজ বুরনী ওয়ার ফা'নী।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে সঠিক

www.pathagar.com

পথে পরিচালিত করো। আমাকে রিযিক দান করো, আমাকে সুস্থতা দান করো। আমাকে বলবান করো, আমার মান মর্যাদা বাড়িয়ে দাও।'

কখনো বলতেন– 'রব্বিগ ফিরলি, রব্বিগ ফিরলি।' অর্থ : 'প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দাও। প্রভু আমাকে ক্ষমা করো।'

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক সিজদার সমান দীর্ঘ করতেন। দু'আ পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন।

দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে ওঠে দাঁড়াতেন। উঠে দাঁড়িয়েই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করতেন। তারপর প্রথম রাকআতের মতোই দ্বিতীয় রাকআত পড়তেন।

চার বা তিন রাকআতের নামাজে দুই রাকআত পড়ে তাশাহুদ পড়তেন। জাবির (রা) বলেন– 'রাসূল (সা) কুরআনের মতোই আমাদের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।' তাশাহুদ নিম্নরূপ :

'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহিন। আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

অর্থ : সকল মর্যাদা ও সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহর জন্য। সমস্ত শান্তি কল্যাণ ও প্রাচুর্যের মালিক আল্লাহ। সর্বপ্রকার পবিত্রতার মালিকও তিনি। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় মিরাজ রজনীতে রাসূল (সা) আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌছে অভিভূত হয়ে বলে ওঠেন– 'আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু।'

আল্লাহ পাক তার জবাবে বলেন– 'আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

নবী (সা) পুনরায় বলেন– আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন।

ফেরেশতাগণ যারা যারা এসব কথা শুনছিলেন তারা সবাই মিলে সমস্বরে

www.pathagar.com

বলে উঠলেন– 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

সেই স্মৃতি বিজড়িত অলৌকিক মহান ঘটনাকে স্মরণ করে তাশাহুদ পড়া উচিৎ। কারণ নামাজই তো মুমিনের মিরাজ।

মিরাজে গিয়ে রাসূল (সা) এর সাথে আল্লাহ পাকের যেমন কথোপকথন হয়েছিলো নামাজের মধ্যেও মহান মালিক আল্লাহ পাকের সাথে আমাদের কথা বিনিময় হয়। এক হাদিসে কুদসীতে আছে– আল্লাহ পাক বলেন– 'নামাজ আমি আর আমার বান্দা আধা আধি করে ভাগ করে নিয়েছি। বান্দার প্রতিটি কথার আমি জবাব দেই। বান্দা যখন বলে– 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন'। 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রবের জন্য।'

আল্লাহ পাক বলে– 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।'

বান্দা বলে– 'আর রহমানির রহিম।' তিনিই বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু।

আল্লাহ পাক বলেন– আমার বান্দা আমার গুণ গাইল।

বান্দা বলে– 'মালিকি ইয়াও মিদ্দিন।' বিচার দিবসের একমাত্র মালিক।

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার ক্ষমতার বর্ণনা করল।

বান্দা বলে– 'ইয়া কানা'বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন।' আমি তোমারই দাসত্ব করি, তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ পাক বলেন– আমার বান্দা আমার সাথে তার সম্পর্ক ঘোষণা করল।

বান্দা বলে– 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম।' আমাকে সহজ সঠিক রাস্তা দেখাও।

আল্লাহ পাক বলেন– আমার বান্দার জন্য তাই রইল যা সে আমার কাছে চায়...।'

এইভাবে মহান রাব্বুল 'আলামিন বান্দার প্রতিটি কথার, প্রতি চাওয়ার জবাব দেন। দেহের কানে না শুনলেও অন্তরের কানে সেই কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলেই নামাজ হবে সর্বাঙ্গীন সুন্দর।

তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়তেন। অন্য কিছু পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই।

তাশাহুদের পরে তিনি দরূদ পাঠ করতেন। সাহাবাগণকেও শিখিয়েছেন কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হয়। 'আল্লাহুম্মা সাল্লিয়ালা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা, ওয়ালা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ।

www.pathagar.com

আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা) এর প্রতি রহমত বর্ষণ কর। তাঁর সম্মান মর্যাদা ও প্রশংসা বৃদ্ধি কর। তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের প্রতিও অনুরূপ কর। যেমন করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি বরকত (কল্যাণ) দান কর, যেমন কল্যাণ দান করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারী বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি সপ্রশংসিত, মহাসম্মানিত।'

রাসূল (সা) এর প্রতি সালাম বা দরূদ পেশ করার পরে নামাজের মধ্যে পড়ার জন্য রাসূল (সা) যেসব দু'আ সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন তার কতিপয়–

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ুযুবিকা মিন আযাবিল কুবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহীল দাজ্জালি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল হাইয়া ওয়াল মামাতি-আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল মায়সামী ওয়াল মাগফিরাতি।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই। মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাই এবং জীবন কাল ও মৃত্যুর পরে ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে পানাহ চাই পাপ কাজ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

কখনো এই দু'আ করতেন 'আল্লাহুম্মাগফিরলী যামবি ওয়াসসিরলী দারী ওয়া বারিকলী ফিমা রাজাকতামী।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার ঘর আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। আর তুমি আমাকে যে জীবিকাই দান করবে, তাতে কল্যাণ ও প্রাচুর্য দাও।'

সহীহ মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত আছে– রাসূল (সা) তাশাহুদের পরে সাহাবাগণকে নিম্নোক্ত ভাষায় চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আদেশ করেছেন–

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন আযাবিল কুবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহয়িয়া ওয়া মামাতি ওয়া মিন মাসিহি দাজ্জাল।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ (আশ্রয়) চাই জাহান্নামের আযাব থেকে। কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ক্ষতি থেকে।'

রাসূল (সা) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কে নামাজে এই দু'আ করতে

www.pathagar.com

শিখিয়েছেন– 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসিরা।' (মুসনাদে আহমাদ)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হিসাব নিও সহজ করে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে আবু বকর (রা) একবার বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দেন যা আমি নামাজে পড়ব। রাসূল (সা) তখন তাকে নিম্নোক্ত দু'আটি শিখিয়েছেন।

যে দু'আটি আমরা প্রায় সবাই তাশাহুদের পরে পড়ি।

'আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা দান করো এবং আমাকে রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।'

রাসূল (সা) তাশাহুদের পরে পড়ার জন্য সাহাবীদেরকে নিজে বহু দু'আ শিখিয়েছেন, আবার কোনো কোনো সাহাবীর নিজস্ব দু'আকে সমর্থন করেছেন। যেমন– এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে শুনে বলে উঠেন। একে মাফ করে দেয়া হয়েছে। একে মাফ করে দেয়া হয়েছে।

দু'আ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা ইয়া আল্লাহুল ওয়াহিদুন আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদু আনতাগফিরালী জুনুবী ইন্নাকা আনতাল গাফুরির রহীম।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, তুমি এক ও একক। তুমি কারো মুখাপেক্ষী নও। তুমি সেই সত্তা, যিনি কোনো সন্তান জন্ম দেননি এবং নিজেও জন্ম নেননি। যার কোনো সমকক্ষ নেই। আমার গুনাহ মাফ করো। তুমি নিশ্চয়ই সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। মুসলিম এবং আবু আওয়াল বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা) তাশাহুদের পরে এবং সালামের পূর্বে সর্বশেষ এই ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। "আল্লাহুম্মাগফিরলী মাক্বদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখ্খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।'

অর্থ : হে আল্লাহ! আগে পরের সব গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য সব গুনাহ, আমার সব সীমালংঘন এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে অধিক জানো, আমার সেসব

www.pathagar.com

গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম এবং তুমিই সর্বশেষ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

দু'আ শেষ করে রাসূল (সা) "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"।

অর্থ : আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।" বলে প্রথমে ডান দিকে ফিরতেন এবং একই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে বাম দিকে ঘাড় ফিরতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল (সা) এর নামাজের সমাপ্তি বুঝতাম তাঁর তাকবীর উচ্চারণ করা থেকে। তিনি সালাম ফিরানোর পর উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবর বলতেন, তারপর তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' অর্থ : আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, বলতেন। তারপর বলতেন, 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।" অর্থ : হে আল্লাহ! শান্তির উৎস তুমি, তোমার থেকেই আসে শান্তি, হে প্রতাপশালী মহামর্যাদার অধিকারী, তুমি বড়ই বরকতময় প্রাচুর্যশালী।"

সহীহ মুসলিমে ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা) যখন নামাজের সালাম ফেরাতেন তখন উচ্চস্বরে এই কথাগুলো বলতেন। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইলাহু লাহুন নি'মাহু ওয়ালাহু ফাদ্‌লু ওয়া লাহুসসালাযুল হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ্দিনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। মহাবিশ্বের গোটা রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, সর্বশক্তিমান তিনি। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই। তিনি ছাড়া কোনো ভরসা স্থলও নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুম কর্তা নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আরো কারো গোলামী করি না। সমস্ত নিয়ামত তাঁর দান ও তাঁরই। সমস্ত উত্তম প্রশংসাও তাঁর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই আনুগত্য করি যদিও কাফিররা তা পছন্দ করে না।"

রাসূল (সা) তাঁর উম্মতের জন্য এ রীতিটা পছন্দ করে গেছেন– নামাজ শেষ করার পর তারা 'সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু

www.pathagar.com

ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর।' একবার পড়ে মোট একশত বার পূর্ণ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কেও ফজর, মাগরিবের পর এই কথাগুলো পাঠ করতে বলেছিলেন। এই বাক্যগুলো সম্পর্কে তিনি একথাও বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সময় এ বাক্যগুলো পড়ে তবে মাগরিব পর্যন্ত সে শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। আর সে যদি মাগরিবেও এ কথাগুলো পাঠ করে তবে ফজর পর্যন্ত সে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবে। (তিরমিযি)

বাক্যটির অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব শুধু তাঁর। সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান।

রাতের নামাজ বা তাহাজ্জুদের নামাজ

আবু দাউদ তাবেয়ী শারীক হাওয়ানী থেকে বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে নামাজ পড়তে উঠলে প্রথমে কি করতেন? জবাবে তিনি বললেন– এমন একটি বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো যা তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রে ঘুম থেকে উঠতেন তখন– দশবার আল্লাহু আকবার– আল্লাহ মহান। দশবার আলহামদুলিল্লাহ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দশবার সুবহানাল্লাহী ওয়া বিহামদিহী– সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত পবিত্র আল্লাহ, আমি তাঁরই প্রশংসা করি– দশবার বলতেন সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসী। দশবার আসতাগফিরুল্লাহ– আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং দশবার আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন দীকি দুনিয়া ওয়া দীকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ'– হে আল্লাহ! দুনিয়া এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

উপরোক্ত কথাগুলোকে মুয়াশারাতে সাব'আ বলা হয়– অতঃপর নামাজ আরম্ভ করতেন।

সহীহ বুখারীতে উবাদা ইবনে সামিত (রহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন– যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে এই বাক্যগুলো পাঠ করে দু'আ করে, তার দু'আ কবুল হবে। অতঃপর অযু করে নামাজ পড়লে তার নামাজ কবুল করা হবে। সেই কথাগুলো হলো–

www.pathagar.com

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর। ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত হুজায়ফা (রা) বলেন, রাতের নামাজে রাসূল (সা) দুই সিজদার মাঝখানে নিম্নোক্ত দু'আ পড়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে।

'আল্লাহুম্মাগফিরলি, আল্লাহুগমাফিরলি। আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দাও। দু'আয়ে কুনূত পড়তেন।

'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাই'নুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়াকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসয়া, ওয়া নাহফিদু ওয়ানারজু রহমাতাকা ওয়ানাখশা 'আযাবাকা ইন্না 'আযাবাকা বিলকুফ্ফারি মুলহিক।'

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমারই প্রতি ঈমান রাখি। তোমারই উপরই ভরসা করি এবং সর্বপ্রকার মহত্তম গুণাবলী তোমারই প্রতি আরোপ করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করি। তোমার অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করি না। আমরা তোমার অবাধ্য লোকদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি না। ওগো আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি। তোমারই জন্য নামাজ পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমারই পথে দৌড়াই, তোমারই পথে এগিয়ে চলি। তোমারই রহমতের আমরা আকাঙ্ক্ষী, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি, আর তোমার আযাব তো শুধু কাফিরদের জন্যই।'

www.pathagar.com

উপসংহার

রাসূল (সা) বলেছেন : "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে গোপনে কথা বলে এবং তার রব তার ও কিবলার মাঝে বিরাজ করেন। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা বলেন : "আমাকে স্মরণে রাখার জন্য নামায কায়েম করো।" (সূরা ত্বহা : ১৪)

নামাযে পঠিত সূরা এবং দু'আ দরুদগুলো বুঝে পড়লেই আল্লাহর সাথে কথা বলা হয়, তাঁকে স্মরণ করা হয়। আর না বুঝলে আল্লাহর সাথে কথা বলাও হয় না, তাঁকে স্মরণ করাও হয় না।

তাই নামাযে যা পড়ি তা বুঝা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নামাজে যা পড়ি তা জানার, বুঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন। আমীন! ■

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com